যুগান্তর

5 SEP 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষ হল ভাংচুর : নোবিপ্রবি বন্ধ ঘোষণা

নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্যকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপ দু'দিন ধরে দফায় দফায় সংঘর্ষ, হল ভাংচুর, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার কারণে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে এবং শুক্রবার ১০টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ভেলা পুলিশ, ছাত্রলীগ সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে ছাত্রলীগের মুহিত গ্রুপ ছাত্রলীগের বোরহান উদ্দিন মিঠু ও ইমনকে ক্যাম্পাসের বাইরে মারধর করে আহত করে। এ খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রলীগ নেতাকর্মী ও সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনা শিক্ষকদের দ্রুত হস্তক্ষেপ ও মধ্যস্থতায় সাময়িক সমঝোতা হলেও রাতে ছাত্রলীগের অমিত গ্রুপ ও মুহিত গ্রুপের মধ্যে কয়েকবার ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় সালাম হলের ৫টি

বন্ধ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৪

বন্ধ [redacted] নোবিপ্রবি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কক্ষ ভাংচুর করা হয়। এ অবস্থায় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে এবং হল ও আশপাশের এলাকা থেকে হকিস্টিক, রামদা ও লোহার রড উদ্ধার করে। শিবির ও ছাত্রদল ছাত্রলীগের মুহিত গ্রুপকে সমর্থন দিচ্ছে। পরে নোবিপ্রবির হাল সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষ ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে। রাত থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের যানে করে শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসের বাইরে পৌঁছে দেয়া হয়। শুক্রবার ১০টার মধ্যে ক্যাম্পাস ছাত্রছাত্রীশূন্য হয়ে পড়ে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এএসএম আরিফুর রহমানের ইন্ধনে ছাত্রলীগের মুহিতকে ছাত্রশিবির ও ছাত্রদল সমর্থন করে ছাত্রলীগকে ভোগান্তিমা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ অবস্থায় ছাত্রলীগের হাইকমান্ড ক্যাম্পাসকে শিবিরমুক্ত রাখার নির্দেশ দেয়। সে অনুযায়ী কাজ করতে গেলে প্রক্টরের নির্দেশে মুহিত গ্রুপ, শিবির ও ছাত্রদল ছাত্রলীগের কর্মীদের ওপর হামলা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মোফিদুল হক জানান, বৃহস্পতিবার ইফতারের আগে ও পরে কয়েক দফা সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণের আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকলেও বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ছাত্রদের টেন্ডারবাজিসহ বিভিন্ন কারণে ৮/১০ বার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।